মো. পারভেজ হাসান তরফদার

অপার্থিব আমিয়াখুম

পত্রিকার পাতায় প্রকৃতি বা অরণ্যে ভ্রমণপিপাসু কারো মন গুমের সংবাদে প্রায়ই মনটা খচখচ করতো। কেন মানুষ গুম হয়। কিন্তু হুট করেই একটা সময় আবিষ্কার করলাম, আরে পাহাড়ি খুমের রাজ্যে তো আমার মনটাই যেন গুম হয়ে গেছে। কোন পত্রিকায় নিশ্চয়ই সংবাদের শিরোনামটা ছিল আজ এরকম, 'গু ঝঃবঢ় ঙঃ' নামের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় গ্রুপের হুলুস্থুল অ্যাডমিন প্রিয়জন কনকের হ্যামিলনের বাঁশির সুরে ৩০ জন দুরন্ত টগবগে তরুণের মন যেন 'গুম' করেছে পাহাড়ি গহিন খুমের রাজ্যে। সংবাদে আরো জানা যায় যে, একদল ভ্রমণপিপাসু মনের পাহাড়ি খুমের রাজ্যে গুম হবার নেপথ্যে কাজ করেছে অপরূপা বাংলাদেশের অপার্থিব আর অনিন্দ্য সুন্দর প্রকৃতিতে বুদ হয়ে থাকার দুর্নিবার নেশা। পাহাড়ি খুমের অপার সৌন্দর্যের টানেই যেন আমাদের এবারের ছুটে চলা। খুম শব্দের অর্থ জলাধার। প্রাকৃতিকভাবে জল ধরে আছে যেখানে সেটাই খুম। বান্দরবানের থানচি উপজেলায় এমন অনেক পাহাড়ের পরতে পরতে খুম রাজ্যের দেখা মেলে। আর এসব খুম এর সৌন্দর্যের টানে ছুটে যায় মানুষ, বিশেষ করে ভ্রমণপিপাসুরা। ফেসবুকের কল্যাণে এখন দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে এসব খুমের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো একটা আলাদা রকমের তৃপ্তি রয়েছে, যেখানে সবাই যাবার বা এই প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করার মানসিকতা রাখে না। তো যাই হোক অনেক দিন ধরেই বান্দরবানের সর্বশেষ উপজেলা থানচির গহিন পাহাড়ের খুমের রাজ্যে বিচরণ করার ইচ্ছে মনে পুষে রাখি। একদিন চাকরি আর সংসারের সব টান উপেক্ষা করে ৩০ জনের একটি দল নিয়ে মাই স্টেপ আউটের ভ্রমণ দলের সাথে আমি বেরিয়ে পড়ি অপার্থিব এসব খুমের রাজ্যে। চারদিন বিচরণের জন্য। প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপমাধুর্যের এই খুমের রাজ্যে বিচরণ তো মোটেই সহজবোধ্য নয়। প্রিয় পাঠক এবার আপনাদের আমার এই বাংলাদেশের নায়াগ্রা খ্যাত আমিয়াখুম আর নাফাখুম জলপ্রপাতে নিয়ে যাবো। প্রথমেই আমরা ঢাকা থেকে বান্দরবানের উদ্দেশে রওনা হলাম বাসে চেপে। সকালে বান্দরবান পৌঁছে নাস্তা সেরেই রওনা হলাম চান্দের গাড়িতে বাংলাদেশের সর্বশেষ উপজেলা থানচির উদ্দেশ্যে। এই থানচির নামকরণের ইতিহাসে জানা যায়... থানচি যাওয়ার সড়কটি যেন বিধাতা প্রকৃতির সব রূপ ঢেলে সাজিয়েছেন। দুপাশে সব খাড়া খাড়া উঁচু পাহাড় যার মেঘ পাহাড়ের গা বেয়ে সদা সর্বদা মেঘমালার লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে। শীতের শেষ ভাগে আমাদের ভ্রমণ থাকার কারণে চারপাশে যে অপার্থিব প্রকৃতির সৌন্দর্য বিরাজ করছে তা নিজ চোখে না দেখলে যেন বেঁচে থাকাই বৃথা। বিশেষ করে পাহাড়ি সাঙ্গু নদী ঘেঁষে বিশাল বিশাল পাহাড়ের ধার বেয়ে একেবেঁকে চলা সর্পিল উঁচু নিচু সড়কের পথচলাটা যে কারও মনটাকে অভিভূত করে দেবে। আবার এই পথের মনকাড়া সৌন্দর্যে আপনি সহসাই হারিয়ে ফেলবেন নিজেকে। আমি আবার একটু বেশি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়

ভ্রমণ

বিধায় আমাদের চান্দের গাড়ির ছাদেই এই উত্তাল পথটি পাড়ি দিলাম আর দুচোখ দিয়ে যেন আমার বাংলার অপার সৌন্দর্যকে আপন সুরে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। অবশেষে আমরা থানচি পেয়ে প্রথমেই মুগ্ধ হলাম পাহাড়ি নদী সাঙ্গুর অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে। এবার আমরা দলের সবাই দুপুরের খাবার খেয়ে পুলিশ চেকপোস্টে চেকইন ও বিজিবিতে চেক ইনের পর শুরু হলো আমাদের মূল যাত্রা। সাঙ্গু নদী দিয়ে ছোট ছোট লম্বা নৌকায় রওনা হলাম পদ্মঝিরি ট্রেইলের পথে। মাত্র আধাঘণ্টার নৌকা ভ্রমণেই প্রচুর ক্লান্ত সবার মন আর শরীর যেন নিমিষেই পূর্ণ প্রাণশক্তি ফিরে এলো এই পাহাড়ি অপার মায়াবী রূপের সুধায়। নদীটিতে পাহাড়ের বিভিন্ন উপজাতিরা মাছ শিকারে ব্যস্ত, আবার পাথর আহরণ বা শত শত বাঁশ দিয়ে তৈরি পরিবহন নৌকা নিয়ে সদর্পে ছুটে চলা, এ যেন কোন শিল্পীর রঙতুলিতে এক জীবন্ত ছবি। দুঃসাহসী সৌন্দর্য পিপাসু মনের মানুষ ৩০ জন আমরা প্রকৃতির আকাশ ভরা মেঘমালা আবার কখনও পূর্ণিমার ঝলসানো চাঁদটাকে সাথী করেই পদ্মঝিরি ট্রেইলের দুর্গম প্রকৃতির মাঝে কখনও এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ি পথে, কখনো ঝিরিপথে, পিচ্ছিল পাথুরে খালের ধার ধরে, পাথুরে গুহাতে মধাল বা টর্চ জ্বালিয়ে সন্তর্পণে, রেমাক্রী খালের স্বর্পিল পথ পাড়ি দিয়ে, সাঙ্গু নদী আর পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে, কখনো হেঁটে, কখনো দৌড়িয়ে, লাফিয়ে, গড়াগড়ি বা হামাগুড়ি দিয়ে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ফলমূল, ঝর্নার পানি, জোঁকের আদর খেয়ে ১৫ হাজার স্টেপ পাড়ি দিয়ে থুইসাপাড়ায় মধ্যরাতে থিতু হই। পাহাড়ের বাম কোনায় জ্বলে থাকা জ্বলজ্বলে চাঁদটা যখন কুয়াশার চাদরে মুখ লুকায়, ঠিক তার পরপরই সূর্য মামার আলোকচ্ছটায় খুমের রাজ্যে গুম হওয়া প্রকৃতিপ্রেমী দুরন্ত গুম হওয়া মনগুলো কুয়াশাকে ভেদ করে দুর্গম পাহাড় পাড়ি দিয়ে দুঃসাধ্য আরাধ্য দেবতা পাহাড়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবার ১০ হাজার স্টেপের দুর্গম পথকে ডিঙ্গিয়ে সহাসের বাড়াবাড়ি করে পাড়ি দিয়ে অপার্থিব আর অবিশ্বাস্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমিয়াখুমের অনিন্দ্য সুন্দর রূপমাধুর্যে বিমোহিত হয়ে যাই। চারদিকে নিস্তব্ধতা। নেই কোন কোলাহল। কান পাতলে শোনা যায় অদ্ভুত এক নীরবতা। সময় যেন এখানে এসে থমকে গিয়েছে। সৌন্দর্য যেন এখানে এসে আটকে গিয়েছে, বেড়ে গিয়েছে বহুগুণে। নীরবতা ভেদ করে হঠাৎ কানে আসে জলের গর্জন। রেমাক্রি খালের ধারাটি আপন মনে বয়ে চলতে চলতে অধঃপতিত হয়ে হঠাৎ করে আশ্রয় নেয় জমে থাকা নিচের জলধারায়। সৃষ্টি হয় গভীর এক খুমের। রচিত হয় খোদার এক অপূর্ব সৃষ্টির। নাম যার আমিয়াখুম। সে এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের নাম, সে এক মুগ্ধতা ছড়ানো আবেশের নাম। আমিয়াখুমের একটু আপস্ট্রিম বা ডাউনস্ট্রিমে গেলেই সন্ধান মেলে চোখ জুড়ানো আরও অনেক সৌন্দর্যের। দেবতা পাহাড়ের অপার সান্নিধ্য যেন প্রকৃতির বিশালতার উপমা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দুচোখের সামনে। সে এক অতিকায় পাথুরে পাহাড়। আমিয়াখুমের আপস্ট্রীমের নাইক্ষংমুখের নিলচে সবুজ জলে বাঁশের ভেলায় প্রাণ জুড়িয়ে, পাথুরে ঝর্নায় মন রাঙিয়ে, ডাউনস্ট্রিমের ভেলাখুমে আর দূরের সাতভাইখুমে মনটা এই অপার সৌন্দর্যের প্রাণ প্রকৃতির মাঝে বুদ হয়ে ক্রমশ ক্রমশ দ্রবীভূত হয়ে যায়। এক অপরা ভালোলাগায়। উল্লাসে ফেটে পড়ে পাগলপ্রায় মনগুলো। নেচার ফটোগ্রাফার একজন ছবিপ্রেমী হিসেবে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমার বাংলাদেশের এই অপার মুগ্ধতার সৌন্দর্যকে ফ্রেমবন্দি করার অভিপ্রায়। ক্লিক ক্লিক শব্দে মেতে উঠি আর উল্লাসে মনটা ফেটে পড়ে আমার বাংলার এমন অনিন্দ্য সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে আমি নিজেকে সমর্পিত করতে পেরেছি অনুভব করে। এক পাগল করা প্রকৃতির সুধা পান করে, বাংলার অপার সৌন্দর্যের আলো, বাতাস জলাধারের স্বচ্ছ পানির ফোটা গায়ে মেখে আমরা আবার সেই দুর্গম পাহাড়ি খাড়া আর ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিতে শুরু করি। পথটি এতোটাই রিস্কি আর ভয়ঙ্কর যে কিছু কিছু বাঁক আমরা কোমরে দড়ি বেঁধে যেমন নেমেছিলাম ঠিক একইভাবে উঠতেও হচ্ছে আবার কয়েকটি বাঁক এতোটাই খাড়া আর পিচ্ছিল যে এক মুহূর্তের অসর্তকতায় যে কারো ভয়ানক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমরা সবাই নিরাপদে বিশাল আর পাথুরে দেবতার পাহাড় পাড়ি দিয়ে আবারো টানা তিন ঘণ্টার পাহাড়ি পথ ট্রাকিং করে পাহাড়িদের বসবাসের থুইসাপাড়ায় সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসি গ্রুপের সবাই। পরদিন সূর্য ওঠার সাথে সাথে আমরা বাংলার নায়াগ্রা জলপ্রপাত খ্যাত নাফাখুম জলপ্রপাতটি দেখার জন্য রেমাক্রি খালের ট্রেইল ধরে নাফাখুমের উদ্দেশে সবাই হাঁটতে থাকি। রেমাক্রি খালের বিভিন্ন বাঁকে যে কি অপার সৌন্দর্য এই বাংলায় বিরাজ করে সেই সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো সম্ভব না কারো পক্ষে। এভাবে টানা চার ঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে আমরা পৌঁছালাম বাংলার নায়াগ্রার জলপ্রপাত নাফাখুমে। রেমাক্রি খালের জলাধার যেন হঠাৎ করে এখানে এক খুমের সৃষ্টি করে জলপ্রপাতের জলাধারের নিরবচ্ছিন্ন সুর মুর্ছনার সৃষ্টি করেছে। এক অপার সৌন্দর্যের বিস্ময়ের সাক্ষী হলাম আমরা সবাই। আনন্দের অতিশয্যে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম নাফাখুম জলাধারের খালের পানিতে। সে কি এক মন হারানোর মুহূর্ত। যেন সবাই আমরা বয়স হারিয়ে সেই কৈশোরে ফিরে গিয়েছি একসাথে। আমাদের ফেরার পথটিও ছিল প্রকৃতির দারুণ সৌন্দর্যের মাখামাখি। রেমাক্রি খালের সাথে সাঙ্গু নদীর আবেগী জড়াজাড়ি আর অতিকায় সব পাহাড় আর বড় বড় পাথরের মিলনমেলার মোহনা। এরই মাঝে বয়ে চলেছে রেমাক্রি খালের একটি ধারা। এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে দানবাকৃতির বিশাল সব পাথরের চাঁই বা বোল্ডার। শত, হাজার বছর ধরে পাহাড়ের বুকে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে আছে এগুলো। রেমাক্রির এই নৌপথে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় রওনা দিলাম আমরা থানচির উদ্দেশ্যে। সাঙ্গু নদীতে ঘণ্টা দুয়েকের স্মরণীয় এক নৌকা ভ্রমণ শেষে, চলতি পথে বড় পাথর এলাকা, 'বাংলার ভূস্বর্গ' খ্যাত তিন্দু দেখে পৌঁছে গেলাম থানচি। থানচি থেকে গাড়িতে বান্দরবান। বান্দরবান পৌঁছে রাতে ঢাকার ফিরতি বাস। আর সাথে নিয়ে আসলাম অনেক অনেক দিন এই ইট পাথরের জঞ্জালে ভরা শহরটিতে বাস করার অফুরান প্রাণশক্তি।